দৈনিক ইনকিলাব

JUL 01 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

প্রতিটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষক চাই

"পড় তোমার প্রভুর নামে" বাক্য দিয়ে ওহী নাজিলের সূচনা হয়। প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য কুরআন শিক্ষা করা ফরজ। বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম শিক্ষাকে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক পাঠ্য বিষয় করা হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষক নেই। উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতেও পর্যাপ্ত উপযুক্ত আরবী শিক্ষক নেই। তৃতীয় শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যা পাঠ্যসূচী আছে তা একজন মুসলমানের জন্য জানা ও মানা ফরজ। কিন্তু এসএসসি পাস করা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই দক্ষ শিক্ষকের অভাবে এ পাঠ্যসূচী পড়তে ও জানতে সুযোগ পায় না, এমনকি মুসলিম হিসেবে ন্যূনতম ইসলাম ধর্ম বিষয়ক জ্ঞান রাখে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে আরবী জানা শিক্ষক নেই বললেই চলে। কোন কোন স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে অমুসলিম শিক্ষক দিয়ে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা পড়ানো হয়। বিদ্যালয়গুলোতে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা সবচেয়ে অবহেলিত। শিক্ষকরা দায়সারা দায়িত্ব পালন করেন। ইংরেজী শিক্ষার জন্য যে গুরুত্ব দেয়া হয় তার সামান্যতমও ইসলাম ধর্ম শিক্ষার জন্য দেয়া হয় না। দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি ও মুক্তির জন্য কুরআন-হাদীস শিক্ষার বিকল্প নেই। শত শত কোটি টাকা বাজেট করা হয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কিন্তু যাদের পেছনে টাকা খরচ করা হয় তাদের মধ্যে কুরআনের শিক্ষা ও আমল না থাকায় শান্তি কখনও আসেনি, আসবে না। শান্তির ধর্ম ইসলাম শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। আর এজন্য প্রতিটি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ক্বারী, মাওলানা ও মুফতী নিয়োগ করতে হবে। প্রতিটি শ্রেণীতে কমপক্ষে দৈনিক এক ঘন্টা ইসলাম ধর্ম শিক্ষার জন্য নির্ধারণ করতে হবে। পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং পাঠ্যসূচী সম্প্রসারণ ও আরবী ব্যাকরণ সংযোজন করে শিক্ষার মান ভাল করতে হবে।

উপরেল্লিখিত সুপারিশ বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের যথাযিথ কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি।

-মোঃ মাসুদুর রহমান খান,
গ্রাম ও পোঃ- বাঘুন,
উপজেলা- কালীগঞ্জ, জেলা- গাজীপুর।